দৈনিক বাংলা

তারিখ 25 JAN 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 3

033

দু'হাজার এইচএসসি পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

(স্টাফ রিপোর্টার)

কুমিল্লা মাধ্যমিক বোর্ড কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তহীনতায় গত এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রায় দু'হাজার পরীক্ষার্থী এক অনিশ্চিত অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত জটিলতার কারণে এদের পরীক্ষার ফল বোর্ড কর্তৃপক্ষ উইথহেল্ড করে রেখেছেন। পরীক্ষার ফল প্রকাশের প্রায় দুই মাস পরেও ওরা জানতে পারছে না ওরা পাস করেছে কিনা? ফলে যখন কলেজ

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

(১-এর পৃঃ পর)

বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি শুরু হয়েছে তখন এরা তাতে অংশ নিতে পারছে না।

জানা গেছে, রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত জটিলতা এ বছর অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রীর ভাগ্যকেও অনিশ্চিত করে তুলেছে। আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী পরীক্ষার ফরম জমা দেবার শেষ তারিখ, অথচ সরকারী অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও এই বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এখনো রেজিস্ট্রেশন পায়নি।

এই পরিস্থিতি সম্পর্কে বোর্ডের একজন কর্মকর্তা জানান, সংশ্লিষ্ট কলেজগুলির অনিয়মের ফলেই ছাত্রছাত্রীরা এ ধরনের সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। এসব কলেজ যথেচ্ছভাবে পরীক্ষার আগে ছাত্র ভর্তি করে। এইভাবে ছাত্র ভর্তি করে তারা মাইগ্রেসনের প্রশ্নে যেমন সমস্যা সৃষ্টি করে ঠিক তেমনি সময় মত পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন করানো, বোর্ডের অন্যান্য আইন-কানুন পূরণ করার ব্যাপারেও তারা অমনোযোগী। ফলে পরবর্তীতে নিরীহ শিক্ষার্থীকে বিপাকে পড়তে হয়। এসব কলেজে নিয়ম-শৃংখলা ঠিক রাখতে বোর্ড এ বছর থেকে টিসি সংগ্রহের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সব নিয়ম-কানুন আগে থেকে কলেজগুলোতে জানানো হয়েছে। কাজেই রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে তাদের সচেতন থাকা উচিত ছিল।

বেসরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ এ কে এম শহিদুল্লাহ ফলাফল স্থগিত রাখায় কুমিল্লা বোর্ড কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন।

তিনি বলেন, বিগত এইচএসসি পরীক্ষায় চট্টগ্রামের ১৩টি কলেজ এবং নোয়াখালী ও কুমিল্লার প্রায় ২০টি কলেজের ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় দুই হাজার নিরীহ ছাত্রছাত্রী। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এসব পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত জটিলতার প্রশ্ন তুলেছেন। অথচ এসব পরীক্ষার্থীরা কিভাবে রেজিস্ট্রেশন ছাড়া পরীক্ষার ফরম পূরণ করেছে, পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেয়েছে, এ্যাডমিট কার্ড পেয়েছে, এ ব্যাপারে বোর্ড কোন ব্যাখ্যা দেয়নি।

তিনি বলেন, বোর্ড যখন এদের পরীক্ষা দেবার অনুমতি দিয়েছে তখন তাদের ফলাফল প্রকাশ করার দায়িত্বও বোর্ডের ওপর বর্তায়।